হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৬

(১)ওই দিনগুলোতে যখন উম্মতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, তখন গ্রীকরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, প্রতিদিন খাবার বিতরণের সময় তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছে। (২)তখন উম্মতদের সবাইকে এক জায়গায় ডেকে সেই বারোজন বললেন, "আল্লাহর কালাম প্রচার করা ছেড়ে খাবার বিতরণে ব্যস্ত থাকা আমাদের জন্য ঠিক নয়। (৩-৪)সুতরাং, ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্য থেকে এমন সাতজনকে তোমরা বেছে নাও, যাদেরকে সবাই সম্মান করে এবং যারা আল্লাহর রুহে ও জ্ঞানে পূর্ণ, যেনো তাদেরকে এই কাজে নিয়োগ করে আমরা মোনাজাত ও আল্লাহর কালাম প্রচারে মন দিতে পারি।"

(৫)তাদের এ-কথা সমাজের সকলেরই ভালো লাগলো। তারা হযরত স্তিফান র., যিনি ইমানে ও আল্লাহর রুহে পূর্ণ তাঁকে বেছে নিলেন। সেই সংগে হযরত ফিলিপ র., হযরত প্রখর র., হযরত নিকানর র., হযরত তিমোন র., হযরত পার্মিনা র. ও আন্তিয়খিয়া শহরের হযরত নিকলায় র.-কে বেছে নিলেন। ইনি ইহুদি না-হয়েও ইহুদি ধর্ম পালন করতেন।

(৬)তারা এই লোকদেরকে হাওয়ারিদের কাছে নিয়ে গেলেন। এবং তাঁরা তাদের ওপর হাত রেখে মোনাজাত করে তাদের নিয়োগ করলেন।

(৭)আল্লাহর কালাম ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। আর জেরুসালেমে হযরত ইসা আ.-এর অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশী বাড়তে লাগলো, এবং ইমামদের মধ্যে অনেকে ইমান আনলেন । (৮)হযরত স্তিফান র. আল্লাহর রহমত ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ দেখাতে লাগলেন।

(৯)তখন স্বাধীন সিনাগোগের কিছু লোক, যারা কুরিনীয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া, কিলিকিয়া ও এশিয়া প্রদেশের কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়ে হযরত স্তিফান র. সংগে তর্ক করতে লাগলো। (১০)কিন্তু তিনি জ্ঞানে ও রুহে কথা বলছিলেন বলে তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছিলো না।

(১১)তখন তারা গোপনে কয়েকজনকে ঠিক করলো, যারা এ-কথা বলবে যে, "আমরা তাকে হযরত মুসা আ. এর ও আল্লাহর নিন্দা করতে শুনেছি।"

(১২)তারা জনসাধারণকে, বুজুর্গদের ও আলিমদের উত্তেজিত করে তুললো এবং হঠাৎ হযরত স্তিফান র. ওপর চড়াও হয়ে তাকে ধরে উচ্চ পরিষদের সামনে নিয়ে গেলো।

(১৩)তারা মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করালো, যারা বললো, "এই লোকটা সব সময় এই পবিত্র জায়গা ও শরিয়তের বিরুদ্ধে কথা বলে। (১৪)আমরা তাকে এ-কথা বলতে শুনেছি যে, "নাসরতের হযরত ইসা আ. এই জায়গা ভেঙে ফেলবে এবং হযরত মুসা আ. আমাদের যে নিয়ম-কানুন দিয়ে গেছেন, সেগুলোও বদলে ফেলবে।" (১৫)যারা সেই সভায় বসেছিলেন, তারা সবাই হযরত স্তিফান র. দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখ ফেরেস্তার মুখের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে।